ভারতের পুনর্গঠন

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০০০৩
E-mail : baghbazar.publication@rkmm.org

বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্ঘাধ্যক্ষ
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ
ডিসেম্বর ১৯৮৬

১৯তম পুনর্মুদ্রণ
পৌষ ১৪২৬
December 2019
4M4C

ISBN 81-8040-174-X

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০০৩০

প্রারম্ভিক

দেশে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আমাদের যুবকদের মধ্যে জাতির পুনর্গঠনের জন্য প্রচুর উৎসাহ দেখা দিয়েছে এবং এটি খুবই প্রশংসার্হ। কিন্তু এই পুনর্গঠনের কাজে হাত দেবার পূর্বেই কর্মীদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন—ভবিষ্যৎ ভারতের ভাবমূর্তিটি সম্বন্ধে। যেমন, একজন চিত্রশিল্পী ঝট্ ক'রে ক্যানভাসের উপর রং লাগাতে শুরু করেন না। এ-রকম পদ্ধতিতে কোন সুন্দর চিত্র সৃষ্টি হ'তে পারে না। শিল্পীকে ভাল ক'রে ভাবতে হবে, তিনি কি চিত্র আঁকতে চান; সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ভাবনা তাঁর ধারণার মধ্যে থাকা চাই, তা হলেই তিনি তাঁর মনোজগতের রূপকল্পটি ক্যানভাসের উপর উপস্থাপিত করতে পারবেন। তেমনিভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ার ঝট্ ক'রে একটা বাড়ী তৈরী করতে আরম্ভ করেন না। তিনি প্রথমে বোঝার চেষ্টা করেন বাড়ীটি কি ধরনের হবে। বাড়ীটা কি একটা বিদ্যালয়ের জন্য, বা হাসপাতালের জন্য, বা সরকারী অফিসের জন্য, না বসবাসের জন্য? তারপর প্রয়োজনানুসারে তিনি বাড়ীর নক্‌শা তৈরী করেন, খুঁটিনাটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন এবং তারপর বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু করেন। তোমাদেরও ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, তারপর তোমরা জাতি-গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। তোমরা কি চাও ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়? আমি নিশ্চিত যে, তোমরা সে-রকম কিছু চাও না, কারণ কোন সামরিক শক্তিই দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেনি। দেখ না, হিটলার বা মুসোলিনির কী পরিণতি! তা হ'লে তোমরা কি আমেরিকার মতো তোমাদের দেশকে শিল্পে উন্নত ও কৃষিতে খুবই অগ্রসর একটি ধনী জাতিতে পরিণত করতে চাও?

আমাদের দেশ দরিদ্র, আমাদের জনসাধারণের খাওয়াদাওয়ার জন্য আমরা ধনসম্পদ চাই। কিন্তু শুধুমাত্র খাদ্য ও পানীয় আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে কি? আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত দেশ তাদের প্রচুর ধনসম্পদ সত্ত্বেও মনের শান্তি ও সত্যিকার সুখ লাভ করেছে কি? তারা তা পায়নি। দেখ, ঐ-সব দেশের তরুণেরা, প্রাচুর্যের মধ্যে গড়ে ওঠা যুবক ও যুবতীরা—তাদের

কিছু করবার নেই ভেবে হতাশ হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েকজন খুবই ধনী, কিন্তু জীবনের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় তারা ভয়ঙ্কর অর্থহীনতায় ভুগছে। আমাদের সামরিক শক্তির দরকার দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে লুটপাট করার জন্য নয়। আমাদের নিরন্ন জনসাধারণের খাওয়াপরার জন্য আমাদের প্রয়োজন ধনসম্পদ, কিন্তু এটাও আমাদের জাতির আদর্শ হ'তে পারে না। এই দুইয়ের অতিরিক্ত আমাদের আরও কিছু দরকার। সেই বস্তু কি, যা নাকি ধনসম্পদ ও সামরিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাঙ্ক্ষিত শান্তি এনে দেবে।

আমি তোমাদের বলি, তোমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ ক'রে দেখ— সম্রাট অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, কণিষ্ক ও অন্যান্যদের সময়ে ভারতবর্ষ শক্তিতে সম্পদে শান্তিতে কত মহান্ ছিল। বৈদিক ও বৌদ্ধযুগে আমাদের নিশ্চিতই ছিল মহৎ আদর্শ, যা নাকি ভারতবর্ষকে অতীতে এত মহান্ ক'রে তুলেছিল। কিন্তু তা হ'লে আমাদের এই অধঃপতন এল কি ক'রে? আমাদের অনুসন্ধান ক'রে নির্ণয় করতে হবে—আমাদের অধঃপতনের কারণগুলি। সুতরাং ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সংগঠনে আমরা সেই সব আদর্শ গ্রহণ ক'রব, যা আমাদের মহান্ করেছিল এবং সেগুলি ত্যাগ ক'রব, যা আমাদের অধঃপতিত করেছিল। এবং যা আমাদের ছিল না, অর্থাৎ বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা—সেগুলি আমরা সরবরাহ ক'রব।

আজকাল আমরা বিজ্ঞানের নামে শপথ করি। আমরা বলি, এটা অবৈজ্ঞানিক, এটা কুসংস্কার। আমরা জানবার চেষ্টাও করি না, আমাদের মধ্যে মহৎ কি ছিল এবং যা নাকি আমাদের একটি জাতি হিসাবে গত তিন হাজার বছর ধরে রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে এসেছে। আমাদের এই অতীতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে পাশ্চাত্যের ভাবধারার পিছনে ছোটা কি বৈজ্ঞানিক? এই পাশ্চাত্যের ভাবধারা কালের পরীক্ষায় এখনও পরীক্ষিত হয়নি। এগুলি বড় জোর দুশো বছরের পুরানো এবং তাদের কতকগুলি আরও আধুনিক। তা ছাড়াও এই সকল ভাবধারার আদর্শ কি পাশ্চাত্যজাতির জীবন-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে? এর দ্বারা কি পাশ্চাত্যের জাতিগুলি যথার্থ সুখ ও শান্তি লাভ করতে পেরেছে? মনে তো হয় না যে, এ-বিষয়ে তারা সাফল্য লাভ করেছে। সুতরাং ঐ সকল আদর্শে'র পিছনে তোমরা ছুটেছ কেন?

আমার তরুণ বন্ধুরা, তোমরা জেনে রাখো, আমরা মানুষ, ভগবান আমাদের বুদ্ধি-যুক্তি যা দিয়েছেন, তা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। যে কেউ এসে কোন কিছু

জোর দিয়ে বললেই আমরা যেন যুক্তি-বিবর্জিত হ'য়ে গরুর পালের মতো পরিচালিত না হই; সেজন্য তোমাদের কাছে আমার পরামর্শ—তোমরা সর্বপ্রথমে আমাদের অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে সকল তথ্য সংগ্রহ কর, সেগুলি ভাল ক'রে মনন কর এবং তার উপর ভিত্তি ক'রে ভবিষ্যৎকে গড়ে তোল। কখনই শুধুমাত্র আবেগের দ্বারা চালিত হ'য়ো না।

মনে রাখতে হবে সর্বপ্রথম প্রয়োজন চরিত্র। সচ্চরিত্র ছাড়া কোন মহৎ কাজেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। মহাত্মাজীর দিকে লক্ষ্য কর। দেখ, তিনি তাঁর চরিত্রবলে কিভাবে সমগ্র জাতিকে পরিচালিত করেছিলেন এবং ইংলণ্ডকে ভারত-ত্যাগে বাধ্য করেছিলেন। তিনি এর জন্য বন্দুক, আণবিক বোমা—এ-সব কিছুই ব্যবহার করেননি। সুতরাং যদি তোমরা ভারতবর্ষকে বৃহৎ মহৎ করতে চাও, তা হ'লে সর্বপ্রথম নিজেদের চরিত্র গড়ে তোল। তারপর বিচার ক'রে স্থির কর, কি ধরনের ভারতবর্ষ তোমরা গড়তে চাও এবং তারপর সেই অনুসারে কাজে হাত দাও। এর জন্য যদি স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়, তার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। এ-ধরনের অধ্যয়নের জন্য স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'ই হবে তোমাদের নির্দেশপঞ্জি। এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও আদর্শে'র মহত্তম দিকটি তোমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হবে।

স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে সংকলিত এই পুস্তিকাটিতে এক নজরে পাওয়া যাবে—ভারতের পতনের কারণ, ভারতের বর্তমান অবস্থা এবং তার পুনরুত্থানের পথনির্দেশ। আশা করি, আমাদের দেশের যে-সব যুবক মহান্ ভারত গঠন করতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা করে, তাদের এই পুস্তিকাটি সাহায্য করবে।

(স্বামী বীরেশ্বরানন্দ)
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ এবং
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ
২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৮০

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রারম্ভিক	
দরিদ্রের কুটিরে জাতীয় জীবন	১
আমাদের জাতীয় মহাপাপ	৭
জনগণের জাগরণ	১৩
সর্বদা এগিয়ে যাও	২৮
ভারতের ভবিষ্যৎ	৩৫

প্রথম অধ্যায়

দরিদ্রের কুটিরে জাতীয় জীবন

আমাদের পুণ্য মাতৃভূমিতেই ধর্ম ও দর্শনের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। এখানেই বড় বড় ধর্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখানে—কেবল এখানেই ত্যাগধর্ম প্রচারিত হইয়াছে ; এখানে—কেবল এখানেই অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের সম্মুখে উচ্চতম আদর্শসমূহ স্থাপিত হইয়াছে।[১]

সেইরূপ প্রত্যেক জাতেরই এক একটা মুখ্য ভাব থাকে, অন্য অন্য ভাবগুলি তার অনুগত। ভারতের মুখ্য ভাব হচ্ছে ধর্ম। সমাজ-সংস্কার এবং অন্য সবই গৌণ।[২]

বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চোখে নয়, সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধকধক করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম ; আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে ; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র![৩]

তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি না করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।[৪]

পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।[৫] সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ।[৬]

যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য ; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা ; আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য ক'রে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই?[৭]

এই যে চাষাভূষো, মুচি-মুদ্দাফরাশ—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই।[৮] তোদের মতো তারা কতকগুলো বই-ই না-হয় না পড়েছে। তোদের মতো শার্ট কোট প'র সভ্য না-হয় নাই হ'তে শিখেছে। তাতে আর কি এল গেল! কিন্তু এরাই জাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা-হুতাশ লেগে যায়, তিনদিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উজাড় হ'য়ে যায়। শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্নবস্ত্র জোটে না। এদের তোরা ছোটলোক ভাবছিস, আর নিজেদের শিক্ষিত ব'লে বড়াই করছিস?[৯]

এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!![১০]

বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতিক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি!—তোমাদের প্রণাম করি।[১১]

আমাদের জনসাধারণ লৌকিক বিদ্যায় বড়ই অজ্ঞ, কিন্তু তারা বড় ভাল। কারণ এখানে দারিদ্র্য একটা দণ্ডনীয় অপরাধ ব'লে বিবেচিত হয় না! এরা দুর্দান্তও নয়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অনেক সময় আমার পোশাকের দরুন জনসাধারণ খেপে অনেকবার আমাকে মারবার যোগাড়ই করেছিল। কিন্তু ভারতে কারও অসাধারণ পোশাকের দরুন জনসাধারণ খেপে গিয়ে মারতে উঠেছে, এ-রকম কথা কখন শুনিনি।[১২] পাশ্চাত্যদেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি, তুলনায় আমাদের দরিদ্রগণ দেবপ্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ।[১৩] অন্যান্য সব বিষয়েও আমাদের জনসাধারণ, ইউরোপের জনসাধারণের চেয়ে ঢের সভ্য।[১৪]

লোকে বলিয়া থাকে, আমাদের দেশের সাধারণ লোক বড় স্থূলবুদ্ধি, তাহারা দুনিয়ার কোনপ্রকার সংবাদ রাখে না, সংবাদ চাহেও না। পূর্বে আমারও ঐ মতের দিকে একটা ঝোঁক ছিল; কিন্তু এখন বুঝিতেছি, কাল্পনিক গবেষণা অথবা ত্বরিতদৃষ্টিতে দেশদর্শকগণের লিখিত পুস্তকপাঠ অপেক্ষা অভিজ্ঞতা অনেক বেশী শিক্ষাপ্রদ। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে, আমাদের দেশের সাধারণ লোক নির্বোধও নহে অথবা তাহারা যে জগতের সংবাদ লইতে কম ব্যাকুল, তাহাও নহে; পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক যেমন সংবাদ-সংগ্রহে আগ্রহান্বিত, ইহারাও সেইরূপ।[১৫]

ব্রাহ্মণেরাই তো ধর্মশাস্ত্রগুলিকে একচেটে ক'রে বিধি-নিষেধ তাদেরই হাতে রেখেছিল; আর ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতগুলিকে নীচ ব'লে ব'লে তাদের মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিল যে, তারা সত্যসত্যই হীন। তুই যদি একটা লোককে খেতে শুতে বসতে সর্বক্ষণ বলিস, 'তুই নীচ, তুই নীচ'—তবে সময়ে তার ধারণা হবেই হবে, 'আমি সত্য সত্যই নীচ।' ইংরেজীতে একে বলে **hypnotise** (হিপ্‌নোটাইজ) বা মন্ত্রমুগ্ধ করা।[১৬]

জাত্যাদি সম্বন্ধে আমার কোনও পক্ষে পক্ষপাতিত্ব নাই। কারণ আমি জানি, উহা সামাজিক নিয়ম—গুণ এবং কর্ম-প্রসূত।[১৭]

এই জাতিবিভাগের কথাই ধরুন—সংস্কৃতে 'জাতি' শব্দের অর্থ শ্রেণীবিশেষ।... মূলে 'জাতি'র অর্থ ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ প্রকৃতি, নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই অর্থই প্রচলিত ছিল।[১৮]

সত্ত্ব রজঃ তমঃ যেমন সকলের মধ্যেই আছে—কোনটা কাহার মধ্যে কম, কোনটা কাহারও মধ্যে বেশী; তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হবার কয়টা গুণও সকলের মধ্যে আছে। তবে এই কয়টা গুণ সময়ে সময়ে কম বেশী হয়। আর সময়ে সময়ে এক একটা প্রকাশ হয়। একটা লোক যখন চাকরি করে, তখন সে শূদ্রতা পায়। যখন দু-পয়সা রোজগারের ফিকিরে থাকে, তখন বৈশ্য; আর যখন মারামারি ইত্যাদি করে, তখন তার ভিতর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পায়। আর যখন সে ভগবানের চিন্তায় বা ভগবৎ-প্রসঙ্গে থাকে, তখন সে ব্রাহ্মণ। এক জাতি থেকে আর এক জাতি হ'য়ে যাওয়াও স্বাভাবিক। বিশ্বামিত্র আর পরশুরাম—একজন ব্রাহ্মণ ও অপর ক্ষত্রিয় কেমন ক'রে হ'ল?[১৯]...ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তার মানে নেই, হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে।[২০]

শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান—বর্ণবিভাগ। ইওরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু ; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।[২১]

সমাজের প্রকৃতিই এই—বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া। তবে চলিয়া যাইবে কি ? বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি আর থাকিবে না। জাতিবিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অন্য কাজ করিতে পারো। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পারো, আমি একজোড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পারো না। তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পারো ? আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি ? এই কার্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু। তা বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পারো না। তুমি খুন করিলে প্রশংসা পাইবে, আর আমি একটা আম চুরি করিলে আমাকে ফাঁসি যাইতে হইবে—এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকার-তারতম্য উঠিয়া যাইবে।[২২] যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে—তুমি যেমন আমিও তেমন, তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী ; কিন্তু তোমার ভিতর যে-ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সেই ঈশ্বর আছেন। আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা থাকিবে।[২৩]

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ যে দুই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই—কৃষ্ণ ও বুদ্ধ—ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইহা আরও বেশী লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই দুই দেবমানবই স্ত্রী-পুরুষ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্যেই জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন।[২৪]

জাতিভেদপ্রথা চিরদিনই খুব নমনীয় ছিল ; মাঝে মাঝে নিম্নস্তরের জাতিগুলির সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ইহা একটু অতিরিক্ত নত হইয়া পড়িত। ধনসম্পদ বা তরবারি দ্বারা নয়—আধ্যাত্মিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শোধিত বুদ্ধি দ্বারাই এই আর্য-জাতি অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে সমগ্র ভারতবর্ষকে চালিত করিয়াছিল।...অন্য সব দেশে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়েরা।...ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেন প্রশান্তচিত্ত পুরুষগণ—শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, সাধক ও মহাপুরুষেরা।...অন্য সব দেশে জাতিনির্ধারণের একক মাত্রা হিসাবে একজন নর বা নারীই যথেষ্ট। ধন,

ক্ষমতা, বুদ্ধি বা সৌন্দর্যের দ্বারা যে-কেহ নিজ জন্মগত জাতির ঊর্ধ্বে যে-কোন স্তরে আরোহণ করিতে পারে।...এখানেও নিম্নজাতি হইতে উচ্চতর বা উচ্চতম জাতিতে উন্নীত হইতে পারা যায় ; তবে এই পরার্থবাদের জন্মভূমিতে নিজ জাতির সকলকে লইয়া একত্র উন্নত হইতে হইবে।[২৫]

জাতিবিভাগ যথার্থ কি, তা লাখে একজন বোঝে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, যেখানে জাত নেই। ভারতে আমরা জাতিবিভাগের মধ্য দিয়ে জাতির অতীত অবস্থায় গিয়ে থাকি। জাতিবিভাগ ঐ মূলসূত্রের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতে এই জাতিবিভাগপ্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা—ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ। যদি ভারতের ইতিহাস পড়ো, তবে দেখবে—এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা হয়েছে।[২৬]

জাতিভেদ একটি সামাজিক প্রথা, আমাদের বড় বড় আচার্যেরা উহা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সম্প্রদায়ই জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু যতই ঐরূপ প্রচার হইয়াছে, ততই জাতিভেদের নিগড় দৃঢ়তর হইয়াছে। জাতিভেদ রাজনীতিক ব্যবস্থাসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। উহা বংশপরম্পরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির সমবায় (**Trade Guild**)।[২৭]

আমাদের জাতিভেদ ও অন্যান্য নিয়মাবলী...সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য...আবশ্যক ছিল। যখন এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন ঐ-গুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে।[২৮]

ইওরোপ-আমেরিকার জাতিবিভাগের চেয়ে ভারতের জাতিবিভাগ অনেক ভাল। অবশ্য আমি এ-কথা বলি না যে, এর সবটাই ভাল। যদি জাতিবিভাগ না থাকত, তবে তোমরা থাকতে কোথায় ? জাতিবিভাগ না থাকলে তোমাদের বিদ্যা ও আর আর জিনিস কোথায় থাকত ? জাতিবিভাগ না থাকলে ইওরোপীয়দের পড়বার জন্যে এ-সব শাস্ত্রাদি কোথায় থাকত ? মুসলমানরা তো সবই নষ্ট ক'রে ফেলত। ভারতীয় সমাজ স্থিতিশীল কবে দেখেছ ? এ সমাজ সর্বদাই গতিশীল। কখন কখন, যেমন বিজাতীয় আক্রমণের সময়, এই গতি খুব মৃদু হয়েছিল, অন্য সময়ে আবার দ্রুত। আমি আমার স্বদেশীদের এই কথা বলি। আমি তাদের গাল দিই না। আমি অতীতের দিকে দেখি। আর দেখতে পাই, দেশ-কাল-অবস্থা

বিবেচনা করলে কোন জাতই এর চেয়ে মহৎ কর্ম করতে পারত না। আমি বলি, তোমরা বেশ করেছ, এখন আরও ভাল করবার চেষ্টা কর।[২৯]

জাতিবিভাগ-প্রণালীও ক্রমাগত বদলাচ্ছে, ক্রিয়াকাণ্ডও ক্রমাগত বদলাচ্ছে! কেবল মূল তত্ত্ব বদলাচ্ছে না।[৩০]

জাতিবিভাগ কখনও যেতে পারে না, তবে মাঝে মঝে একে নূতন ছাঁচে ঢালতে হবে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার ভেতর এমন প্রাণশক্তি আছে, যাতে দু-লক্ষ নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত হ'তে পারে। জাতিবিভাগ উঠিয়ে দেবার ইচ্ছা করাও পাগলামি মাত্র। পুরাতনেরই নব বিবর্তন বা বিকাশ—এই হ'ল নূতন কার্য-প্রণালী।[৩১]

যদি বিভিন্ন দেশের ইতিহাস তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, এই সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দুজাতির নিকট যতটা ঋণী, আর কোন জাতিরই নিকট ততটা নহে···প্রাচীন ও বর্তমানকালে কোন কোন জাতির জীবন-তরঙ্গ প্রসারিত হইয়া চতুর্দিকে মহাশক্তিশালী ভাবের বীজসমূহ ছড়াইয়াছে সত্য; কিন্তু বন্ধুগণ, ইহাও দেখিবেন ঐ-সকল ভাব রণভেরীর নির্ঘোষে ও রণসাজে সজ্জিত গর্বিত সেনাকুলের পদ-বিক্ষেপের সহিত প্রচারিত হইয়াছিল; রক্তবন্যায় সিক্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর রুধির-কর্দমের মধ্য দিয়াই ঐসকল ভাবকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে···প্রধানতঃ এই উপায়েই অপর জাতিসকল পৃথিবীকে শিক্ষা দিয়াছে, ভারত কিন্তু শান্তভাবে সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া জীবিত রহিয়াছে।···আরও প্রাচীনকালে—ইতিহাস যাহার কোন সংবাদ রাখে না, কিংবদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে না—সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভাবের পর ভাবের তরঙ্গ ভারত হইতে প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটি তরঙ্গই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে।[৩২]

অতএব হিন্দুগণ যতই তাঁহাদের অতীত আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ ততই গৌরবময় হইবে; আর যে-কেহ এই অতীতকে প্রত্যেকের কাছে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই স্বজাতির পরম হিতকারী। আমাদের পূর্বপুরুষ-গণের রীতিনীতিগুলি মন্দ ছিল বলিয়া যে ভারতের অবনতি হইয়াছে, তাহা নহে; এই অবনতির কারণ, ঐ রীতিনীতিগুলির যে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইতে দেওয়া হয় নাই।[৩৩]

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের জাতীয় মহাপাপ

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।[১]

ভারতে দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো, আর 'জাতি জাতি' ক'রে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা।[২]

তোদের দেশের লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ্ দেখি—মুখে মলিনতার ছায়া, বুকে সাহস ও উদ্যম-শূন্যতা, পেটটি বড়, হাতে পায়ে বল নেই, ভীরু ও কাপুরুষ![৩]

যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।[৪] এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্মস্বত্ববুদ্ধি কখনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া হয় নাই।[৫] হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম।[৬]

ঐ যারা চাষাভূষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ ক'রে যাচ্ছে তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না।[৭]

যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে সর্বকালে 'জঘন্যপ্রভবো হি সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত?[৮] হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগ্দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে এ কথা।[৯]

জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি; এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একই ভাবে এতদিন কাজ ক'রে এসেছে, আর বুদ্ধিমান-চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐ-রকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই।

ইতরজাতিরা ক্রমে ঐ-কথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, 'ছোটলোক'দের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐ-কথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা ছোটজাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতরজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতদের কল্যাণ।[১০]

যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্তদ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হইয়া এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথা একটিবার চিন্তা করিবার অবসর পায় না—তাহাদিগকে আমি 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া অভিহিত করি। কোথায় ইতিহাসের কোন্ যুগে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত, ও ধর্মধ্বজিগণ দীনদুঃখীর জন্য চিন্তা করিয়াছে? অথচ ইহাদের নিষ্পেষণ করাতেই তাহাদের ক্ষমতার প্রাণশক্তি।[১১]

ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল—জনসাধারণের দারিদ্র্য। পুরোহিতশক্তি ও পরাধীনতা তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ।[১২] আমাদের অভিজাত পূর্বপুরুষগণ দেশের সাধারণ লোককে পদদলিত করিতে লাগিলেন—ক্রমশঃ তাহারা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল; অত্যাচারে এই দরিদ্র ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল যে তাহারা মানুষ।[১৩] ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা।[১৪] ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না—কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে।[১৫] শত শত শতাব্দী যাবৎ তাহারা বাধ্য হইয়া কেবল কাঠ কাটিয়াছে, আর জল তুলিয়াছে। ক্রমশঃ তাহাদের মনে এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা গোলাম হইয়া জন্মিয়াছে—কাঠ কাটিবার ও জল তুলিবার জন্যই তাহাদের জন্ম।[১৬] আমাদের দেশে—বেদান্তের এই দেশে—বেদান্তের এই জন্মভূমিতে সাধারণ লোককে শত শতাব্দী যাবৎ এইরূপ

মায়াচক্রে ফেলিয়া এমন হীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের স্পর্শে অশুচি, তাহাদের সঙ্গে বসিলে অশুচি। তাহাদিগকে বলা হইতেছে, 'নৈরাশ্যের অন্ধকারে তোদের জন্ম—থাক্ চিরকাল এই নৈরাশ্যের অন্ধকারে।' ফল এই হইয়াছে যে, সাধারণ লোক ক্রমশঃ ডুবিতেছে, গভীর অন্ধকার হইতে গভীরতর অন্ধকারে ডুবিতেছে, মনুষ্যজাতি যতদূর নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছিতে পারে, অবশেষে ততদূর পৌঁছিয়াছে।[১৭]

আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে।[১৮] স্মৃতি-ফৃতি লিখে, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ ক'রে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে **manufacturing machine** (উৎপাদনের যন্ত্র) ক'রে তুলেছে।[১৯] আমাদের দশ বৎসরের বেটাবিউনিরা!!! প্রভো, এখন বুঝতে পারছি। আরে দাদা, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' (যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন)—বুড়া মনু বলেছে। আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি ব'লে ব'লে অধোগতি হয়েছে। বাপ, আকাশ-পাতাল ভেদ!! 'যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদ্ধাৎ' (যথোপযুক্তভাবে কর্মফল বিধান করেন)। প্রভু কি গপ্পিবাজিতে ভোলেন? প্রভু বলেছেন, 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী' ইত্যাদি—(তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক ও তুমিই বালিকা)। আর আমরা বলছি—'দূরমপসর রে চণ্ডাল' (ওরে চণ্ডাল, দূরে সরিয়া যা) 'কেনৈষা নির্মিতা নারী মোহিনী' ইত্যাদি (কে এই মোহিনী নারীকে নির্মাণ করিয়াছে?)।[২০]

এই জাতি ডুবিতেছে! লক্ষ লক্ষ লোকের অভিশাপ মস্তকে রহিয়াছে—যাহাদিগকে আমরা নিত্য-প্রবাহিত অমৃতনদী পার্শ্বে বহিয়া গেলেও তৃষ্ণার সময় পয়ঃপ্রণালীর জল পান করিতে দিয়াছি, সম্মুখে অপর্যাপ্ত আহার্য থাকা সত্ত্বেও যাহাদিগকে আমরা অনশনে মরিতে দিয়াছি, লক্ষ লক্ষ লোক—যাহাদিগকে আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছি, কিন্তু প্রাণপণে ঘৃণা করিয়াছি—যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা 'লোকাচারের' মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহাদিগকে আমরা মুখে বলিয়াছি—সকলেই সমান, সকলেই সেই এক ব্রহ্ম, কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি নাই।[২১]

হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা

দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না।[২২] এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। তোমরা তাদের ছোঁও না, 'দূর দূর' কর। আমরা কি মানুষ?[২৩]

হে প্রভু, কবে মানুষ অপর মানুষকে ভাইয়ের ন্যায় দেখিবে?[২৪]

ধর্মে জাতিভেদ নাই; জাতিভেদ কেবল সামাজিক ব্যবস্থা;[২৫] **Religion, therefore, is not to blame. but men.** (সুতরাং ধর্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ)।[২৬]

সাধারণ মানুষ তখন ধর্মের প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে ক্লান্ত এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার জটিলতায় বিভ্রান্ত; কাজেই তাহারা দলে দলে এই জড়বাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। শ্রেণীগত সমস্যার সূচনা তখন হইতেই, এবং ভারত-ভূখণ্ডে আনুষ্ঠানিক ধর্ম, দার্শনিকতা ও জড়বাদের মধ্যে যে ত্রিমুখী বিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজ পর্যন্ত অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।[২৭]

অবশ্যই জাতিধর্ম উৎসন্নে গেছে। অতএব যাকে তোমরা জাতিধর্ম ব'লছ, সেটা ঠিক উল্টো। প্রথম পুরাণ পুঁথি-পাটা বেশ ক'রে পড়গে, এখনি দেখতে পাবে যে, শাস্ত্র যাকে জাতিধর্ম বলছে, তা সর্বত্রই প্রায় লোপ পেয়েছে।[২৮]

তবে ভারতের পতনের কারণ কি? জাতি সম্বন্ধে এই ভাব পরিহার। যেমন গীতা বলিয়াছেন, জাতি বিনষ্ট হইলে জগৎও বিনষ্ট হইবে।...বর্তমান বর্ণবিভাগ (caste) প্রকৃত 'জাতি' নহে, বরং উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক। উহা যথার্থই জাতির অর্থাৎ বিচিত্রতার স্বাধীন গতি রোধ করিয়াছে।...প্রত্যেক হিন্দুই জানে যে, জ্যোতিষীরা বালকবালিকার জন্মমাত্র জাতি নির্বাচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। উহাই প্রকৃত 'জাতি'—প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব; আরে জ্যোতিষ ইহা মানিয়া লইয়াছে। ইহা যদি পুনরায় পুরোপুরিভাবে চালু হয়, তবেই আমরা উঠিতে পারিব। এই বৈচিত্র্যের অর্থ বৈষম্য বা কোন বিশেষ অধিকার নয়।[২৯] প্রাণহীন অভিজাত অথবা সুবিধাভোগী শ্রেণীমাত্রই 'জাতি'র প্রতিবন্ধক—উহা জাতি নহে। জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে যাহা কিছু বিঘ্ন আছে সব ভাঙিয়া ফেলা হউক—তাহা হইলেই আমরা উঠিব।[৩০]

যাঁহারা বলেন, অজ্ঞ বা গরীবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানদের ধনী উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায় জ্ঞানার্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার

সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি এ-কথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন?[৩১]

পৌরোহিত্যই ভারতের সর্বনাশের মূল। নিজ ভ্রাতাকে অবনমিত করিয়া মানুষ স্বয়ং কি অবনত না হইয়া থাকিতে পারে?...কোন ব্যক্তি নিজের কিছুমাত্র অনিষ্ট না করিয়া কি অপরের অনিষ্ট করিতে পারে? এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের অত্যাচারসমষ্টি চক্রবৃদ্ধিহারে তাঁহাদেরই উপর ফিরিয়া আসিয়াছে, এই সহস্রবর্ষ-ব্যাপী দাসত্ব ও অপমানে তাহারা অনিবার্য কর্মফলই ভোগ করিতেছে।[৩২]

যাহারা দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়াছে, উহাদের অর্জিত অর্থে নিজেরা শিক্ষালাভ করিয়াছে, এমনকি, যাহাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তির সৌধ দরিদ্রের দুঃখদৈন্যের উপরই নির্মিত—কালচক্রের আবর্তনে তাহাদেরই হাজার হাজার লোক দাসরূপে বিক্রিত হইয়াছে; তাহাদের স্ত্রীকন্যার মর্যাদা নষ্ট হইয়াছে এবং বিষয়সম্পত্তি সবই লুণ্ঠিত হইয়াছে। বিগত সহস্র বৎসর যাবৎ ইহাই চলিয়া আসিতেছে। আর ইহার পশ্চাতে কি কোন কারণ নাই বলিয়া আপনি মনে করেন?[৩৩]

নীচ জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে উঠতে-বসতে জুতোলাথি খেয়ে, একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন **professional** (পেশাদার) ভিখিরি হয়েছে।[৩৪]

ঐ-সকল জাতি আমাদের শিক্ষার জন্য—রাজকররূপে—পয়সা দিয়াছে। আমাদের ধর্মলাভের জন্য—শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই-সকলের বিনিময়ে তাহারা চিরকাল লাথিই খাইয়া আসিয়াছে।[৩৫]

যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল।[৩৬]

...দেখিবেন—আসুন...পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের সর্বাপেক্ষা যেখানে বেশী, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী...তথাকার সিকিভাগ খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে।[৩৭]

এই দেখ্ না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ-অঞ্চলে হাজার হাজার পারিয়া কৃশ্চান হ'য়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না ব'লে।[৩৮]

ভারতবর্ষে দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী কেন? একথা বলা মূর্খতা যে, তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তরগ্রহণে বাধ্য করা

হইয়াছিল।…বস্তুতঃ জমিদার ও পুরোহিতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্যই উহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেইজন্য বাংলাদেশে, যেখানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য, সেখানে কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরই সংখ্যা বেশী।[৩৯]

ভাঙ্গী ও পারিয়াগণের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার জন্য দায়ী কাহারা?[৪০] কে ইহার জন্য দায়ী? তখন প্রত্যেক বারই আমি এই উত্তর পাইয়া থাকি যে, ইহার জন্য ইংরেজ দায়ী নয়; আমরাই আমাদের দুর্দশা অবনতি ও দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী—একমাত্র আমরাই দায়ী।[৪১] হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক' নামক মত দ্বারা সর্বপ্রকার অত্যাচারের আসুরিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।[৪২]

সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? ক-জন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি-ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য, তোমরা কি করেছ. তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পারো?[৪৩]

তোতাপাখির মতো কথা বলা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে—আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্বলতাই ইহার কারণ।[৪৪] আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য—এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস, আমরা কাজ করিতে পারি না; আমরা একসঙ্গে মিলিতে পারি না; আমরা পরস্পরকে ভালবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিনজন একসঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, ঈর্ষা করিয়া থাকি।[৪৫]

তোমাদের জাতির মধ্যে **organization** (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার) শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে একটা কাজ করিতে একেবারেই নারাজ। **Organization**-এর (সঙ্ঘজীবনের) প্রথম আবশ্যক এই যে, **obedience** (আজ্ঞাবহতা)।[৪৬]

আমাদের একটি দোষ বড়ই প্রবল—প্রথমতঃ আমাদের দুর্বলতা, দ্বিতীয়তঃ ঘৃণা—হৃদয়ের শুষ্কতা। লক্ষ লক্ষ মতবাদের কথা বলিতে পারো, কোটি কোটি সম্প্রদায় গঠন করিতে পারো, কিন্তু যতদিন না তাহাদের দুঃখ প্রাণে প্রাণে অনুভব

করিতেছ, বেদের উপদেশ অনুযায়ী যতদিন না জানিতেছ যে, তাহারা তোমার শরীরের অংশ, যতদিন না তোমরা ও তাহারা, দরিদ্র-ধনী, সাধু-অসাধু সকলেই সেই অনন্ত অখণ্ডরূপ—যাঁহাকে তোমরা ব্রহ্ম বলো, তাঁহার অংশ হইয়া যাইতেছ, ততদিন কিছু হইবে না।[৪৭]

তৃতীয় অধ্যায়

জনগণের জাগরণ

তোদের দেশের **mass of People** (জনসাধারণ) যেন একটা **sleeping Leviathan** (ঘুমন্ত বিরাট জলজন্তু)![১] তোমরা কি এই মৃত জড়পিণ্ডটার ভেতর, যাদের ভেতর ভাল হবার আকাঙ্ক্ষাটা পর্যন্ত নষ্ট হ'য়ে গেছে, যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নেই, যারা তাদের হিতৈষীদের ওপরই আক্রমণ করতে সদা প্রস্তুত, এরূপ মড়ার ভেতর প্রাণসঞ্চার করতে পারো? তোমরা কি এমন চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করতে পারো, যিনি একটা ছেলের গলায় ঔষধ ঢেলে দেবার চেষ্টা করেছেন, এদিকে ছেলেটা ক্রমাগত পা ছুঁড়ে লাথি মারছে এবং ঔষধ খাব না ব'লে চেঁচিয়ে অস্থির ক'রে তুলেছে?[২]

জাপানে শুনিয়াছিলাম সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়া-পুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে।…আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী বিগতভাগ্য লুপ্তবুদ্ধি পরপদবিদলিত চিরবুভুক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে।[৩]

আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেইজন্যই ভারতে এত দুঃখকষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে—নীচ জাতকে তুলতে হবে।[৪]

ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে। আরও খাদ্য, আরও সুযোগ প্রয়োজন।[৫]

আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। এঁকে আগে

ঠাণ্ডা না করলে, তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। (দেখতে পাচ্ছিস না), পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির! ধর্মকথা শোনাতে হ'লে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচার-ফেকচারে বিশেষ কোন ফল হবে না।[৬]

প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তারপর ধর্ম। গরীব লোকেরা অনশনে মরিতেছে, আমরা তাহাদিগকে অতিরিক্ত ধর্মোপদেশ দিতেছি। মত-মতান্তরে তো তো আর পেট ভরে না![৭]

আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজসংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না![৮] ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদিগকে অবশ্যই কাজ করিতে হইবে।[৯] যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না।[১০]

মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করে নাই।...বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না; উহা নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পারো? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে পারো?...ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব।[১১]

জাতিটা ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র;[১২] এক-একটি ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে গ'ড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।[১৩]

আমাদের নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে; এইটুকু আমরা নিশ্চয়ই করিতে পারি।...আমাদের জীবন যদি মহৎ ও পবিত্র হয়, তবেই এ জগৎ মহৎ ও পবিত্র হইতে পারে। জগৎ কার্য-স্বরূপ, আমরা কারণ-স্বরূপ। সুতরাং এস, আমরা নিজেদের নিষ্কলুষ ও পূর্ণ করিয়া তুলি।[১৪]

মেয়েদের আগে তুলতে হবে, massকে (জনসাধারণকে) জাগাতে হবে; তবে তো দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।[১৫]

সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড়

সংস্কারক। তাঁহারা একটু আধটু সংস্কার করিতে চান—আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কারের প্রণালীতে। তাঁহাদের প্রণালী—ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলা, আমার পদ্ধতি—সংগঠন। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া সমাজকে 'তোমায় এদিকে চলিতে হইবে, ওদিকে নয়' বলিয়া আদেশ করিতে সাহস করি না। আমি কেবল সেই কাঠবিড়ালের মতো হইতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় যথাসাধ্য এক অঞ্জলি বালুকা বহন করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল।...এই অদ্ভুত জাতীয় যন্ত্র শত শতাব্দী যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে, এই অদ্ভুত জাতীয় জীবন-নদী আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে—কে জানে, কে সাহস করিয়া বলিতে পারে, উহা ভাল কি মন্দ বা কিরূপে উহার গতি নিয়মিত হওয়া উচিত?...জাতীয় জীবনের পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক তাহা উহাকে দিয়া যাও, কিন্তু উহা নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিকশিত হইবে; কাহারও সাধ্য নাই 'এইরূপে বিকশিত হও' বলিয়া উপদেশ দিতে পারে। আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ আছে; অন্যান্য সমাজেও আছে।...দোষারোপ বা নিন্দাবাদের প্রয়োজন কি? ...সকলেই দোষ দেখাইয়া দিতে পারে; কিন্তু যিনি এই সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, তিনিই মানবজাতির যথার্থ বন্ধু।...ভারতে কি কখনও সংস্কারকের অভাব হইয়াছিল? তোমরা তো ভারতের ইতিহাস পড়িয়াছ? রামানুজ কি ছিলেন? শঙ্কর? নানক? চৈতন্য? কবীর? দাদু? এই যে বড় বড় ধর্মাচার্যগণ ভারতগগনে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো একে একে উদিত হইয়া আবার অস্ত গিয়াছেন, ইঁহারা কি ছিলেন?...তাঁহারা সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কাজ এখনও চলিতেছে। তবে প্রভেদ এই...আধুনিক সংস্কারকগণের মতো তাঁহাদের মুখ হইতে কখন অভিশাপ উচ্চারিত হইত না, তাঁহাদের মুখ হইতে কেবল আশীর্বাদ বর্ষিত হইত।...এই দুই প্রকার কথার ভিতর বিশেষ পার্থক্য আছে। আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সংস্থাগুলি জোর করিয়া আমাদিগকে যে প্রণালীতে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা বৃথা; উহা অসম্ভব। আমি অন্যান্য জাতির সামাজিক প্রথার নিন্দা করিতেছি না। তাহাদের পক্ষে উহা ভাল হইলেও আমাদের পক্ষে নহে। তাহাদের পক্ষে যাহা অমৃত, আমাদের পক্ষে তাহা বিষবৎ হইতে পারে। প্রথমে এইটিই শিক্ষা করিতে

হইবে। অন্য ধরনের বিজ্ঞান ঐতিহ্য ও পদ্ধতি অনুযায়ী গঠিত হওয়াতে তাহাদের আধুনিক সমাজবিধি প্রথা একরূপ দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পশ্চাতে আবার অন্য ধরনের ঐতিহ্য এবং সহস্র সহস্র বৎসরের কর্ম রহিয়াছে, সুতরাং আমরা স্বভাবতই আমাদের সংস্কার অনুযায়ী চলিতে পারি, এবং আমাদিগকে সেইরূপই করিতে হইবে।[১৬]

আমি সারা জীবন কার্য করিতেছি, অন্ততঃ কার্য করিবার চেষ্টা করিতেছি—আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যতদিন না তোমরা প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইতেছ, ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না।[১৭] ধর্মই যে ভারতের প্রাণ, ধর্ম লুপ্ত হইলে যে ভারতও মরিয়া যাইবে।[১৮] এই জন্য ভারতে যে-কোন সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্মের উন্নতি আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর।[১৯]

'ত্যাগ ও সেবাই' ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুইটি বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যাহা কিছু আপনা হইতেই উন্নত হইবে।[২০]

ভারতের সকল সংস্কারকই এই গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন যে, পৌরোহিত্যের সর্ববিধ অত্যাচার ও অবনতির জন্য তাঁহারা ধর্মকেই দায়ী করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহারা হিন্দুর ধর্মরূপ এই অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙিতে উদ্যত হইলেন। ইহার ফল কি হইল ?—নিষ্ফলতা ! বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্ম—বিধান ; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই একসঙ্গে ভাঙিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন।[২১]

শোন বন্ধু, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই।[২২] আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং ধর্মের জন্যই যে সমাজের এই অবস্থা তাহা নহে, বরং ধর্মকে সামাজিক ব্যাপারে যেভাবে কাজে লাগানো উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা। আমি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ হইতে ইহার প্রত্যেকটি কথা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত।[২৩] সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু হিন্দুধর্মের মহান্ উপদেশসমূহ অনুসরণ করিয়া।[২৪]

ভালই হউক, আর মন্দই হউক—সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে ; ভালই হউক আর মন্দই হউক—শত শত

শতাব্দী ধরিয়া ভারতের পরিবেশ ধর্মের মহান্ আদর্শে পূর্ণ রহিয়াছে ; ভালই হউক আর মন্দই হউক—ধর্মের এই-সকল আদর্শের মধ্যেই আমরা পরিবর্ধিত হইয়াছি ; এখন ঐ ধর্মভাব আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্দুর সহিত প্রবাহিত হইতেছে, আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে, আমাদের জীবনীশক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহস্র বৎসর যাবৎ যে-মহানদী নিজের খাত রচনা করিয়াছে, তাহাকে না বুজাইয়া, মহাশক্তি প্রয়োগ না করিয়া তোমরা কি সেই ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারো ? তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার নূতন খাতে প্রবাহিত করাইতে ইচ্ছা কর ? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বসূচক ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। স্বল্পতম বাধার পথেই তোমরা কাজ করিতে পারো ; ধর্মই ভারতের পক্ষে সেই স্বল্পতম বাধার পথ। এই ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।[২৫]

আমি অবশ্য এ-কথা বলিতেছি না যে, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। আমি এ-কথা বলিতেছি না যে, রাজনীতিক বা সামাজিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই ; আমার এইটুকু বক্তব্য—আর আমার ইচ্ছা, তোমরা ইহা ভুলিও না যে ঐ-গুলি গৌণমাত্র, ধর্মই মুখ্য। ভারতবাসী প্রথম চায় ধর্ম, তারপর অন্যান্য বস্তু।[২৬] ধর্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি এই 'রক্ত' বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনীতিক, সামাজিক বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, এমন কি আমাদের দেশের ঘোর দারিদ্র্য-দোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে।[২৭] এইভাবে ভারতে সমাজসংস্কার প্রচার করিতে হইলে দেখাইতে হইবে, সেই নূতন সামাজিক প্রথা দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনলাভ করিবার কি বিশেষ সাহায্য হইবে। রাজনীতি প্রচার করিতে হইলেও দেখাইতে হইবে, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা—আধ্যাত্মিক উন্নতি উহার দ্বারা কত অধিক পরিমাণে সাধিত হইবে।[২৮]

ভাবগতিক দেখে বোধ হয় যে, সোশ্যালিজম্ বা অন্য কোনরূপ গণতন্ত্র, তার নাম যাই দিন না কেন, শীঘ্র প্রচলিত হবে। লোকে অবশ্য তাদের সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আকাঙ্ক্ষা মেটাতে চাইবে। তারা চাইবে—যাতে তাদের কাজ পূর্বাপেক্ষা কমে যায়, যাতে তারা ভাল খেতে পায় এবং অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ

একেবারে বন্ধ হয়। কিন্তু যদি এদেশের সভ্যতা বা অন্য কোন সভ্যতা ধর্মের উপর, মানবের সাধুতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা যে টিকবে তার নিশ্চয়তা কি ?২৯

একমাত্র অধ্যাত্মজ্ঞানই আমাদের সমুদয় দুঃখ চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে ; অন্যান্য জ্ঞান অতি অল্প সময়ের জন্য অভাব পূরণ করে মাত্র।৩০

অতএব আমাদের উদ্দেশ্য…আচণ্ডালে যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিকার-সহায়তা হয়, তাহার সাধন করা।৩১ আমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে—'ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতি বিধান'।৩২

আমাদিগকে এই আর একটি বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে।… অনুকরণ—হীন কাপুরুষের মতো অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং উহা মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন।…অবশ্য অপরের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে ; যে শিখিতে চায় না, সে তো পূর্বেই মরিয়াছে।…অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া তাহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইও না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইও না ; এক মুহূর্তের জন্য মনে করিও না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী অপর জাতি-বিশেষের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত।৩৩

অতএব যতদূর পারো অতীতের দিকে তাকাও, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার জল পান কর, তারপর সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হও এবং ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ় ছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, অধিকতর মহিমামণ্ডিত করিবার চেষ্টা কর।৩৪

গত শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পোশাকী ধরনের। এই সংস্কার-চেষ্টাগুলি কেবল প্রথম দুই বর্ণ (জাতি) কে স্পর্শ করে, অন্য বর্ণকে নহে। বিধবাবিবাহ-আন্দোলনে শতকরা সত্তর জন ভারতীয় নারীর কোন স্বার্থই নাই। আর সর্বসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া যে-সকল

ভারতীয় উচ্চবর্ণ শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই জন্য এ ধরনের সকল আন্দোলন। তাঁহারা নিজেদের ঘর সাফ করিতে এবং বৈদেশিকগণের নিকট নিজদিগকে সুন্দর দেখাইতে কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ইহাকে তো সংস্কার বলা যাইতে পারে না।৩৫

আমাদের **mission** (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভূষোর জন্য ; আগে তাদের জন্য ক'রে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য। ঐ চাষাভূষোরা ভালবাসা দেখে ভিজবে।…'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্' (নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে) —সকল বিষয়েই এই সত্য। **We help them to help themselves** (তারা যাতে নিজেই নিজেদের কাজ করতে পারে, এইজন্য আমরা তাদের সাহায্য করছি)। …ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার এবং উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে।…চাষাভূষো মৃতপ্রায় ; এজন্য পয়সা-ওয়ালারা সাহায্য ক'রে তাদের চেতিয়ে দিক—এইমাত্র ! তারপর চাষারা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝুক, দেখুক এবং করুক।৩৬

নিজেদের সমস্যাপূরণে সমর্থ, সাধারণের কল্যাণকর, প্রবল জনমত গঠিত হইতে সময় লাগে—অনেক সময় লাগে। এই মত গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং সমুদয় সমাজসংস্কারসমস্যাটি এইরূপ দাঁড়ায়—সংস্কার যাহারা চায়, তাহারা কোথায় ? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কই ? অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের নিকট কোন বিষয় দোষযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে, অধিকাংশ ব্যক্তি কিন্তু তাহা এখনও বোঝে নাই। এখন এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, তাহা তো অত্যাচার ; ইহার মতো প্রবল অত্যাচার পৃথিবীতে আর নাই। অল্প কয়েকজন লোকের নিকট কতকগুলি বিষয় দোষযুক্ত হইলেই সমগ্র জাতির হৃদয় স্পর্শ করে না। সমগ্র জাতি নড়ে-চড়ে না কেন ? প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা-প্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর ; বিধান আপনা-আপনি আসিবে। প্রথমে যে শক্তিবলে—যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে, তাহা সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নাই ; যে নূতন শক্তিতে—যে নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সে লোকশক্তি কোথায় ? প্রথমে সেই লোকশক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য প্রথম কর্তব্য—লোকশিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেই

হইবে।[৩৭]

জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হ'তে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না। আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানতঃ শিক্ষাদান—চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষা-বিস্তার।[৩৮] মাথায় কতকগুলো তথ্য ঢুকানো হইল, সারাজীবন হজম হইল না—অসম্বন্ধভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। বিভিন্ন ভাবকে এমনভাবে নিজের করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ তৈরী হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র ঐ ভাবে গঠিত করিতে পারো, তবে যে-ব্যক্তি একটি গ্রন্থাগারের সবগুলি পুস্তক মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা তোমার অধিক শিক্ষা হইয়াছে বলিতে হইবে।…সুতরাং আদর্শ হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্বপ্রকার শিক্ষা নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব জাতীয়-ভাবে ঐ শিক্ষা দিতে হইবে।[৩৯]

বলা হইত যে, গণশিক্ষার প্রসার হইলে জগতের সর্বনাশ হইবে।[৪০] বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে প্রাচীনপন্থীদেরই সর্বত্র আধিপত্য। তাহারা জনগণের কাছে সব কিছুই লুকাইয়া রাখিতে চায়। আমরাই জগতের মাথার মণি—এই আত্মপ্রসাদকর সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে তাহারা।[৪১] তাঁহারা কি এ-কথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন?…মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে!!! সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশজন বড় জাত!!![৪২] যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত।…যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।[৪৩] জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না—ক্ষতটি কোথায়।[৪৪]

কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইওরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম।[৪৫]

আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা।…তাহাদিগকে ভালভাল ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জানিতে পারে—জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক নরনারী নিজের উদ্ধার নিজেই সাধন করিয়া থাকে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে—তাহাদিগকে কতকগুলি উচ্চ ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা উহার ফলস্বরূপ আপনিই আসিবে। আমাদের কর্তব্য কেবল রাসায়নিক উপাদানগুলিকে একত্র করা—অতঃপর প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা দানা বাঁধিবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য—কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া, বাকি যাহা কিছু তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে। ভারতে এই কাজটি করা বিশেষ দরকার।[৪৬]

ভারতের জনগণের কাছে পৌঁছানোই আমার পরিকল্পনা।[৪৭] আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে-প্রণালী দেখিয়ে গেছেন, তারই অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ বড় বড় আদর্শগুলি ধীরে ধীরে সাধারণের ভেতর সঞ্চারিত করতে হবে। ধীরে ধীরে তাদের তুলে নাও, ধীরে ধীরে তাদের সমান ক'রে নাও। লৌকিক বিদ্যাও ধর্মের ভেতর দিয়ে শেখাতে হবে।[৪৮]

ধরুন, আপনি সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে শুরু করিলেন, তথাপি আপনি তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে পারিবেন না। কেমন করিয়া পারিবেন? চার বৎসরের একটি ছেলে বরং লাঙ্গল ধরিবে, অথবা অন্য কোন কাজ করিবে তবু সে আপনার বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইবে না।…কিন্তু যদি পর্বত মহম্মদের কাছে না আসে, মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যাইতে হইবে। আমি বলি, শিক্ষা কেন দ্বারে দ্বারে যাইবে না? চাষার ছেলে যদি বিদ্যালয়ে আসিতে না পারে, তাহা হইলে কৃষিক্ষেত্রে অথবা কারখানায়—যেখানে যে আছে, সেখানেই তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ছায়ার মতো তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাও।[৪৯]

দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আইসে নাই।[৫০] তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি ফণ্ড খুলিবার চেষ্টা কর।…গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীব অনুন্নত, এমন কি, চণ্ডালগণকে পর্যন্ত জড়ো কর; তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম

উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও।[৫১]

তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে-দেশে গাঁয়ে-গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি ক'রে ব'সে থাকলে চলছে না। শিক্ষাহীন ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে, 'ভাই সব, ওঠ, জাগো। কতদিন আর ঘুমুবে?' যা, তাদের অবস্থার উন্নতি কি ভাবে হ'তে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দিগে আর শাস্ত্রের মহান্ সত্যগুলি সবল ক'রে তাদের বুঝিয়ে দিগে।...সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণদের মতো তোমাদেরও ধর্মে সমান অধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্। আর সোজা কথায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থজীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে।[৫২]

তার চেয়ে একটু technical education (কারিগরি শিক্ষা) পেলে লোক-গুলো কিছু ক'রে খেতে পারবে; চাকরি চাকরি ক'রে আর চেঁচাবে না।[৫৩] যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা?[৫৪] যাতে **character form** (চরিত্র তৈরী) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই-রকম শিক্ষা চাই।[৫৫]

এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল্ দেখি?[৫৬]

মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ—সে-জাত কখনও বড় হ'তে পারেনি, কস্মিন্ কালে পারবেও না।[৫৭] মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এইসব মেয়েদের এখন না তুললে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে?[৫৮]

অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে।[৫৯] তোমাদের নারী-গণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন্ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক।[৬০] নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।[৬১] তুমি কে যে, গায়ে পড়িয়া নারীজাতির সমস্যা সমাধান করিতে অগ্রসর হইতেছ? তুমি কি...ভাগ্যবিধাতা স্বয়ং ঈশ্বর? তফাত![৬২]

ধর্মকে **centre** (কেন্দ্র) ক'রে রেখে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম **secondary** (গৌণ) হবে। ধর্ম-শিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্যব্রত-উদ্‌যাপন—এজন্য শিক্ষার দরকার।[৬৩]

ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।[৬৪] আমাদের নারীগণকে আধুনিকভাবে গড়িয়া তুলিবার যে-সকল চেষ্টা হইতেছে, সেগুলির মধ্যে যদি সীতা চরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। আর প্রত্যহই আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি।[৬৫]

হিন্দুর মেয়ে—সতীত্ব কি জিনিস, তা সহজেই বুঝতে পারবে; এটা তাদের **heritage** (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জিনিস) কিনা। প্রথমে সেই ভাবটাই বেশ ক'রে তাদের মধ্যে উস্কে দিয়ে তাদের **character form** (চরিত্র তৈরী) করতে হবে—যাতে তাদের বিবাহ হোক বা তারা কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। কোন-একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বীরত্ব?...সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাতে তাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হ'তে পারে, তাও শেখাতে হবে।[৬৬]

দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইভাবে গঠিত হ'লে তবে তো তোদের দেশে সীতা সাবিত্রী গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে।[৬৭]

মেয়েরা মানুষ হ'লে তবে তো কালে তাদের সন্তান-সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে—বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে।[৬৮]

'কিছু নষ্ট করিও না', ধ্বংসবাদী সংস্কারগণ জগতের কোন উপকারই করিতে পারে না। কোন কিছু একেবারে ভাঙিও না, একেবারে ধূলিসাৎ করিও না, বরং গঠন কর। যদি পারো সাহায্য কর; যদি না পারো, হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকো, এবং যেমন চলিতেছে চলিতে দাও। যদি সাহায্য করিতে না পারো, অনিষ্ট করিও না।...যে যেখানে রহিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে উপরে তুলিবার চেষ্টা কর।...তুমি আমি কি করিতে পারি? তুমি কি মনে কর, তুমি একটি শিশুকেও কিছু শিখাইতে পারো?—পারো না। শিশু নিজেই শিক্ষালাভ করে। তোমার কর্তব্য, সুযোগ বিধান করা—বাধা দূর করা।[৬৯]

আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটি যন্ত্র চালাইয়া যাইব—যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর পুরুষই হউক আর নারীই হউক—নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে।[৭০]

'চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতার উপরেই নির্ভর করে জীবন, উন্নতি এবং কল্যাণ'। ইহার অভাবে মানুষ, বর্ণ ও জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।[৭১] যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার পোশাক বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন—তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কাহারও অনিষ্ট না করে।[৭২]

আমি বলিতেছি, আমাদের এখন চাই বল, চাই বীর্য।[৭৩] মানুষকে সর্বদা তাহার দুর্বলতার বিষয় ভাবিতে বলা তাহার প্রতিকার নয়—তাহার শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই প্রতিকারের উপায়।[৭৪] আমাদের দেশের পক্ষে এখন প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও ইস্পাতের মতো স্নায়ু; এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি চাই, কেহই যেন উহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হয়, উহা যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়—যদি বা এই কার্যসাধনে সমুদ্রের অতল তলে যাইতে হয়, যদি বা সর্বদা সর্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়! ইহাই এখন আমাদের আবশ্যক।[৭৫] এই বীর্যলাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া এবং বিশ্বাস করা যে 'আমি আত্মা'।[৭৬] উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান্ ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়।[৭৭] শত শত শতাব্দী যাবৎ মানুষকে তাহার হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদসমূহ শেখানো হইতেছে;...তাহারা এখন আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করুক—তাহারা জানুক যে, তাহাদের মধ্যে নিম্নতম ব্যক্তির হৃদয়েও আত্মা রহিয়াছেন; সেই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই।[৭৮]

যেখানেই অশুভ, যেখানেই অজ্ঞান দেখা যায়—আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি এবং আমাদের শাস্ত্রও সেকথা বলিয়া থাকেন যে, ভেদবুদ্ধি হইতেই সমুদয় অশুভ আসে এবং অভেদবুদ্ধি হইলে, সকল বিভিন্নতার মধ্যে বাস্তবিক এক সত্তা রহিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিলে সর্ববিধ কল্যাণ হইয়া থাকে। ইহাই বেদান্তের মহোচ্চ আদর্শ।[৭৯] বেদান্তের এই-সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত হইবে, কার্যে পরিণত

হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা—যে যে-কাজ করুক না কেন, যে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন—সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।[৮০] ঐ সত্য-সকল অবলম্বন কর, ঐ গুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত কর—তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে।[৮১]

If there is inequality in nature still there must be equal chance for all—or if greater for some and for some less—the weaker should be given more chance than the stronger. (প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকলেও সকলের সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাকেও অধিক, কাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান্ অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হবে।)

অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশ জনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে।[৮২]

এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে—'তোরাও আমাদের মতো মানুষ, তোদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে।'[৮৩]

উচ্চতর বর্ণকে নীচে নামাইয়া এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে।...একদিকে ব্রাহ্মণ, অপর দিকে চণ্ডাল; চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করাই...কার্যপ্রণালী।[৮৪] জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শক্তির কারণস্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা।[৮৫]

ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ যেন বাধিয়ে ব'সো না।[৮৬]

বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার ধারণা মনুষ্যজীবনের কলঙ্কস্বরূপ।...আর যতই ব্যক্তিগত সুবিধা ভাঙিয়া যায়, ততই সে সমাজে জ্ঞানের দীপ্তি ও প্রগতি আসিতে থাকে।...ব্যক্তিগত সুবিধা একেবারেই নয়।[৮৭]

একদল লোক স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতাবশতঃ অন্যের অপেক্ষা বেশী ধনসঞ্চয় করিতে পারিবে—ইহা তো স্বাভাবিক। কিন্তু ধনসঞ্চয়ের এই সামর্থ্য-হেতু তাহারা অসমর্থ ব্যক্তিদের উৎপীড়ন এবং নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করিবে—ইহা তো নীতিসম্মত নয়; এই অধিকারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। অন্যকে

বঞ্চিত করিয়া নিজে সুবিধা ভোগ করার নামই অধিকারবাদ এবং যুগযুগান্ত ধরিয়া নীতিধর্মের লক্ষ্য এই অধিকারবাদকে ধ্বংস করা। বৈচিত্র্যকে নষ্ট না করিয়া সাম্য ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ।[৮৮] এইরূপে সকল অধিকারকে এবং আমাদের মধ্যে অধিকারের পরিপোষক সবকিছুকে নিষ্পিষ্ট করিয়া আমরা যেন সেই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করি, যাহা সকল মানবজাতির প্রতি সাম্যবোধ আনয়ন করিবে।[৮৯]

ভারতের পতন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ভারত নিজ কার্যক্ষেত্র সংকুচিত করিয়াছিল, শামুকের মতো দরজায় খিল দিয়া বসিয়াছিল, আর্যেতর অন্যান্য সত্যপিপাসু জাতির নিকট নিজ রত্নভাণ্ডার—জীবনপ্রদ সত্যরত্নের ভাণ্ডার—উন্মুক্ত করে নাই।[৯০]

আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম; ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং পরিবর্তে অপরে যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রসারণই জীবন—সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু।[৯১]

চাই **Western Science**-এর (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের) সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়।[৯২] তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হইতে পারো?[৯৩]

মিছিমিছি শক্তিক্ষয়, আর দিনরাত কতকগুলো বাজে কাল্পনিক বিষয়ে বাক্যব্যয় না ক'রে ইংরেজদের কাছ থেকে আজ্ঞামাত্র নেতার আদেশ-পালন, ঈর্ষাহীনতা, অদম্য অধ্যবসায় ও নিজেতে অনন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে শেখা আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকার।…সকলেরই উচিত, হুকুম করবার আগে হুকুম তামিল করতে শেখা।…যতদিন না এই ঈর্ষা দ্বেষ দূর হয় এবং নেতার আজ্ঞাবহতা হিন্দুরা শেখে, ততদিন একটা সমাজসংহতি হতেই পারে না।…ইওরোপের কাছ থেকে ভারতকে শিখতে হবে—বহিঃপ্রকৃতি জয়, আর ভারতের কাছ থেকে ইওরোপকে শিখতে হবে—অন্তঃপ্রকৃতি জয়।…আমরা মনুষ্যত্বের একদিক, ওরা আর একদিক বিকাশ করেছে। এই দুইটির মিলনই দরকার।[৯৪]

বড় হইতে গেলে কোন জাতির বা ব্যক্তির পক্ষে তিনটি বস্তুর প্রয়োজন ঃ

(১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।

(২) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব।

(৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগের সহায়তা।[৯৫]

প্রথমে এস…ঈর্ষা-তিলক…মুছিয়া ফেলি। কাহারও প্রতি ঈর্ষান্বিত হইও না। সকল শুভকর্মব্রতীকেই সাহায্য করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকো। ত্রিলোকের প্রত্যেক জীবের উদ্দেশে শুভেচ্ছা প্রেরণ কর।[৯৬] আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট সকল বিষয়েরই লক্ষ্য—নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, পরস্পরে ভাব আদানপ্রদান করিয়া উদার হইতে উদারতর হওয়া—ক্রমশঃ সার্বভৌম ভাবে উপনীত হওয়া।[৯৭] আর কিছুরই আবশ্যক নাই, কেবল প্রেম, সরলতা ও সহিষ্ণুতা।[৯৮]

এখন চাই…প্রবল কর্মযোগ, হৃদয়ে অসীম সাহস, অমিত বল পোষণ করা।[৯৯]

আমার কথা যদি শোন, তবে তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখতে হবে।– তোমার বাড়ির কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য সেবা করতে হবে। যে পীড়িত, তাকে ঔষধ পথ্য যোগাড় ক'রে দিলে এবং শরীরের দ্বারা সেবাশুশ্রূষা করলে। যে খেতে পাচ্ছে না, তাকে খাওয়ালে। যে অজ্ঞান, তাকে—তুমি যে এত লেখাপড়া শিখেছ, মুখে মুখে যতদূর হয় বুঝিয়ে দিলে।[১০০]

লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহ-বিক্রমে বুক বাঁধুক এবং মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক।[১০১]

যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে।[১০২]

চতুর্থ অধ্যায়

সর্বদা এগিয়ে যাও

তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ।[১] তুমি নিজেকে দুর্বল বলো কি করিয়া?[২] উঠ, সাহসী হও, বীর্যবান্ হও। সব দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ কর—জানিয়া রাখো, তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা। তুমি যে পরিমাণ শক্তি বা সহায়তা চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে।[৩]

ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলিতেছি—অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হইও না। সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণজাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও না। কারণ…তোমরা নিজেদের দোষেই কষ্ট পাইতেছ। সংবাদপত্রে এইসকল বাদ-প্রতিবাদ, বিবাদ-বিসংবাদে বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া, নিজগৃহে এইরূপ বিবাদে লিপ্ত না থাকিয়া সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণ যে-শিক্ষাবলে এত গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা অর্জন করিবার চেষ্টা কর তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।[৪]

তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' ব'লে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর, 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা।… হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে।…উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পারো দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক।[৫]

এই **mass** (জনসাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাঁদের ওপর তোদের (ভদ্রলোকদের) অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর **civilisation** (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে।…এই জন্য বলি, এইসব নীচ জাতদের ভেতর বিদ্যাদান জ্ঞানদান ক'রে এদের ঘুম ভাঙাতে যত্নশীল হ। এরা যখন জাগবে—আর একদিন জাগবে নিশ্চয়ই—তখন তারাও তোদের কৃত উপকার বিস্মৃত হবে না, তোদের নিকট কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকবে।[৬]

প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্তব্য—নিজের সমাধি নিজে খনন করা; আর

যত শীঘ্র তাহারা এ-কার্য করে, ততই তাহাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলম্ব হইবে, ততই তাহারা পচিবে আর ধ্বংসও তত ভয়ানক হইবে। এই কারণে ব্রাহ্মণজাতির কর্তব্য—ভারতের অন্যান্য সকল জাতির উদ্ধারের চেষ্টা করা।[৭]

যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত, অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না—এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী ব'লে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যে-সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার ক'রে জাঁকজমক ক'রে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগ্য পামর বলি।[৮]

'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে না কি? যারা এক টুকরা রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে! যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হ'য়ে যায়, তারা আবার অপরকে পবিত্র করিবে? ছুঁৎমার্গ **is a form of mental disease** (এক প্রকার মানসিক ব্যাধি)।[৯]

তোমাদের মনুষ্যত্ব…প্রমাণ কর, তবে প্রভুর ভাবে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দূষিত গলিত অহঙ্কারের দ্বারা নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উদ্ভট সংমিশ্রণের দ্বারাও নয়—শুধু সেবাভাবের দ্বারা।[১০]

ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের—সকল সামাজিক ব্যক্তির—সমান সুবিধা যাহাতে থাকে, তাহাও হওয়া উচিত।[১১] সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ।…যে-সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে-সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।[১২]

সকল বস্তুর অগ্রভাগ দরিদ্রগণের প্রাপ্য—অবশিষ্ট অংশে আমাদের অধিকার।[১৩] প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা; তোমার সম্মুখে—তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা; ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে; 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়। এইসব মানুষ ও পশু—ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য।[১৪] তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া

আছেন। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন। কোন্ অকেজো দেবতার অন্বেষণে তুমি ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না ?[১৫]

প্রত্যেক নরনারীকে—সকলকেই ঈশ্বর-দৃষ্টিতে দেখিতে থাকো।[১৬]

আমি এত তপস্যা ক'রে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হ'য়ে আছেন ; তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।[১৭]

যদি তুমি ঈশ্বরের ব্যক্ত রূপকে – তোমার ভ্রাতাকে উপাসনা করিতে না পারো, তবে অন্য কোথাও তোমার অন্য কোন উপাসনা বিশ্বাসযোগ্য নয়।[১৮] যদি ঈশ্বর-উপাসনার জন্য মন্দির নির্মাণ করিতে চাও তো বেশ, কিন্তু পূর্ব হইতেই উহা অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর মানবদেহরূপ মন্দির তো রহিয়াছে।[১৯]

কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে। পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব' ; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।[২০]

আমি নিশ্চিত জানি, ভারতমাতা তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের জীবন বলি চান।[২১] যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।[২২]

মানুষ চাই, মানুষ চাই ; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।[২৩]

তাদের **life** (জীবন) আগে তয়ের ক'রে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।[২৪]

যে-সকল যুবক ভারতের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নরূপ একমাত্র কর্তব্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কাজ কর, তাহাদিগকে জাগাও—সঙ্ঘবদ্ধ কর এবং এই ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত কর। এ-কাজ ভারতের যুবকগণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।[২৫]

আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আর শুধু ইহারাই নহে, ভারতের নগরে নগরে আরও শত শত যুবক আমার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ইহারা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির উপর দিয়া

প্রবাহিত হইবে, এবং যাহারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত—তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত, ইহা আমি সাধন করিব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করিব।[২৬]

হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো ! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে ? এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে ?[২৭]

দেখ, জীবগণ মোহরূপ কুম্ভীরের কবলে পড়িয়া কি কষ্ট পাইতেছে ! আহা ! তাহাদের হৃদয়বিদারক করুণ আর্তনাদ শ্রবণ কর। হে বীরগণ, বদ্ধদিগের পাশ মোচন করিতে, দরিদ্রের ক্লেশভার লঘু করিতে ও অজ্ঞ জনগণের হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও।[২৮] আমরা হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে ও তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্রের প্রবন্ধসমূহকেও গ্রাহ্য করি না।[২৯]

আমরা গরীব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মতো গরীবরাই চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হ'য়ে কাজ করেছে।[৩০]

দরিদ্রেরাই পৃথিবীতে চিরকাল মহৎ ও বিরাট কার্যসমূহ সাধন করিয়াছে।[৩১] গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নাই—তাহারা একরূপ মৃতকল্প বলিলেই হয়। ভরসা তোমাদের উপর—পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর।[৩২]

এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্যন্ত গরীব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ ![৩৩] ভগবানে বিশ্বাস রাখো। কোন চালাকির প্রয়োজন নাই ; চালাকি দ্বারা কিছুই হয় না। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর সাহায্য—আসিবেই আসিবে।...যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা—দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।...তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।[৩৪]

তোমরা যদি আমার সন্তান হও, তবে তোমরা কিছুই ভয় করবে না, কিছুতেই তোমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। তোমরা সিংহতুল্য হবে। ভারতকে—সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে।[৩৫]

গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা ; লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক।[৩৬] ওরে, মৃত্যু যখন অনিবার্য, তখন ইট-পাটকেলের মতো মরার চেয়ে বীরের মতো মরা ভাল।...**It is better to wear out than rust out**—জরাজীর্ণ হ'য়ে একটু একটু ক'রে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের মতো অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যও লড়াই ক'রে মরাটা ভাল নয় কি ?[৩৭]

তুই কাজে লেগে যা না ; দেখবি এত শক্তি আসিবে যে সামলাতে পারবিনি। পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয়, তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খুশী হই।[৩৮]

যিনি অর্থ, যশ বা অন্য কোন অভিসন্ধি ব্যতীতই কর্ম করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল কর্ম করেন ; এবং মানুষ যখন এরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহার ভিতর হইতে এরূপ কর্মশক্তি উৎসারিত হইবে, যাহা জগতের রূপ পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে।[৩৯]

প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস ? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে ? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন ? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন ? প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস কর।[৪০]

আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি—তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নয়। 'সাহায্য' এই শব্দটি তোমরা মন হইতে মুছিয়া ফেলো। সাহায্য তুমি করিতে পারো না। এরূপ বলা ঈশ্বরের নিন্দা করা।[৪১] উপাসনাবোধে ঐটুকু কর। দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে আমি যেন ঈশ্বরকে দেখি, নিজ মুক্তির জন্য তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদের পূজা করিব—ঈশ্বর তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন। কতকগুলি লোক যে দুঃখ পাইতেছে, তাহা তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি।[৪২]

আস্তিক হও বা নাস্তিক হও, নিজেকে ভুলিয়া যাও—ইহাই প্রথম শিক্ষার বিষয়।[৪৩]

সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন তো তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে।[৪৪]

এস আমরা প্রার্থনা করি, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' ; তা হ'লে নিশ্চয় আঁধারের মধ্যে আলোকরাশি ফুটে উঠবে, আমাদের পরিচালিত করবার জন্য তাঁর মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হবে।...এস, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরোহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদের জন্য প্রার্থনা করি ; দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা কর। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না না—আমি সাধুও নই। আমি গরীব—গরীবদের আমি ভালবাসি।...কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে ?...তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরীবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়।...তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলো ? ...এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাবো, তাদের জন্য কাজ করো, তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা করো—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন।[৪৫]

মহৎ কার্য করিতে গেলে তিনটি জিনিসের আবশ্যক ঃ প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা—আন্তরিকতা আবশ্যক। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে ?...তোমরা কি এই-সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে ? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে ? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে ? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি—এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি ? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।[৪৬] এই দুর্দশা প্রতিকার করিবার কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি ? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি ? মানুষদের গালি না দিয়া তাহাদের যথার্থ কোন সাহায্য করিতে পারো কি ? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা দূর করিবার জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য

শুনাইতে পারো কি ?—কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্বতপ্রায় বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছ ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পারো কি ?…নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারো ? তোমাদের কি এইরূপ দৃঢ়তা আছে ? যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পারো।[৪৭]

ভাব ও সংকল্প যাতে কার্যে পরিণত হয়, তার চেষ্টা কর ; হে বীরহৃদয় মহান্ বালকগণ ! উঠে পড়ে লাগো ! নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পশ্চাতে চেও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কার্য কর।[৪৮]

আগে চল ! আমাদের চাই অনন্ত শক্তি, অফুরন্ত উৎসাহ, সীমাহীন সাহস, অসীম ধৈর্য, তবেই আমরা বড় বড় কাজ করতে পারবো।[৪৯]

বৎস, আমি চাই এমন লোক—যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ ![৫০]

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর ; নিজ ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিও না, গুরুজনের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখন শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না, আর এইরূপ বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করিলে কোন বড় কাজ হইতে পারে না।[৫১]

সাবধান ! আমাদের মধ্যে যাহাতে কিছুমাত্র অসত্য প্রবেশ না করে। সত্যকে ধরিয়া থাকো, আমরা নিশ্চয় কৃতকার্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে, কিন্তু নিশ্চিত কৃতকার্য হইব, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।…এই মনে করিয়া কাজে লাগো, যেন তোমাদের প্রত্যেকের উপর সমুদয় কাজের ভার।[৫২]

নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও,—প্রাণের ভয় পর্যন্ত রাখিও না। ধর্মের মতামত লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনও পাপ করে না—মনে পর্যন্ত পাপচিন্তা আসিতে দেয় না।[৫৩]

দুইটি জিনিস হইতে বিশেষ সাবধান থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষা। সর্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।[৫৪]

আগে মানুষ তৈরি কর। মানুষ চাই। আর শ্রদ্ধা না আসলে মানুষ কি ক'রে হবে ?[৫৫]

ওঠ্—জাগ্, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্, নরজন্ম সার্থক ক'রে চলে যা। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'[৫৬]

পঞ্চম অধ্যায়
ভারতের ভবিষ্যৎ

ভারত কি মরিয়া যাইবে ? তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে ; চরিত্রের মহান্ আদর্শসকল বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ভাবুকতা বিলুপ্ত হইবে ; তাহার স্থলে দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে ; অর্থ—সে পূজার পুরোহিত ; প্রতারণা, পাশব বল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তাহার পূজাপদ্ধতি আর মানবাত্মা তাহার বলি। এ অবস্থা কখন হইতে পারে না।[১]

কালচক্র আবার ঘুরিয়া আসিতেছে, পুনর্বার ভারত হইতে সেই শক্তিপ্রবাহ বাহির হইয়াছে, যাহা অনতিদূরকালমধ্যে নিশ্চয়ই জগতের দূরতম প্রান্তে পৌঁছিবে।[২] বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, জনসাধারণকে এবং দরিদ্রদিগকে সুখী করিতে হইবে।[৩]

ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে ; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ-সহায়ে ; অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে।[৪]

আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র।[৫] সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই সংহতি, শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন। আর এখনই আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ঋগ্বেদ-সংহিতার সেই অপূর্ব শ্লোক প্রতিভাত হইতেছে ঃ সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্। দেবা ভাগং যথা পূর্বে ইত্যাদি। —তোমরা সকলে এক-অন্তঃকরণবিশিষ্ট হও, কারণ পূর্বকালে দেবগণ একমনা হইয়াই

তাঁহাদের যজ্ঞভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।...একচিত্ত হওয়াই সমাজ-গঠনের রহস্য। এই ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র সম্মিলন, এককেন্দ্রীকরণ—ইহাই রহস্য।[৬]

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে।[৭]

গোড়াতেই একেবারে বড় বড় পরিকল্পনা খাড়া ক'রো না, ধীরে ধীরে আরম্ভ কর। যে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছ, সেটা কত শক্ত তা বুঝে অগ্রসর হও, ক্রমে ওপরে ওঠবার চেষ্টা কর।[৮]

জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিনের আলো দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না।[৯]

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা। আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।[১০]

পূর্বে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র—চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে।[১১] এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোশ্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।[১২]

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে : মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, সেখান হইতে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান ভক্তি কর্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতিশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর, গভীরতর হইতেছে। যেন

হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শ মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে পর্যন্ত প্রাণসঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না ; বিকৃতমস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না—আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, ইঁনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না, কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙিতেছে।[১৩]

তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান্-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর ক'রে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমানভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের ; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।[১৪] শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই ; সুতরাং তাঁকেই কেন্দ্র ক'রে আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হবে ; অথচ প্রত্যেকের তাঁকে নিজের ভাবে গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে—কেউ আচার্য বলুক, কেউ পরিত্রাতা, কেউ ঈশ্বর, কেউ আদর্শ পুরুষ, কেউ বা মহাপুরুষ—যার যা খুশি।[১৫]

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হ'লে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।[১৬] আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসে পড়েছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে। এতে বিশ্বাস স্থাপন কর।[১৭]

উঠ বৎসগণ—এই কাজে লেগে যাও।...সনাতন হিন্দুধর্মের জয় হোক। উঠ, উঠ বৎসগণ, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ ক'রব।[১৮]

নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।...অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে

তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পারো ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হ'য়ে, অদৃশ্য হ'য়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি—'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে।'[১৯]

উঠ, তাঁহাকে জাগাও—আর নূতন জাগরণে নূতন প্রাণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমণ্ডিত করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহার শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর।[২০]

এই সংকলিত পুস্তিকার অধ্যায়গুলির সবই 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (প্রথম সংস্করণ) ও **'History of the Ramakrishna Math & Mission'** (**1st edition**) হইতে গৃহীত। রচনাংশের শেষে ব্যবহৃত ক্রমিকসংখ্যার (প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য পৃথক্ ক্রমিকসংখ্যা) নিম্নের সংখ্যাগুলির প্রথমটি খণ্ডের ও দ্বিতীয়টি পৃষ্ঠার সূচক।

প্রথম অধ্যায়

১।	৫।৩২	১৮।	৭।৬০
২।	৯।৪৬১	১৯।	৯।৪১০
৩।	৬।১৬১	২০।	৯।৪০৯
৪।	৫।১১০	২১।	৬।২১১
৫।	৬।২২৯	২২।	৫।১৩৭-৩৮
৬।	৬।২৪২	২৩।	৫।১৩৮
৭।	৬।১০৬	২৪।	৮।২১৪-১৫
৮।	৯।১০৭	২৫।	৫।৩৭৮-৭৯
৯।	৯।১০৮	২৬।	৯।৪৬৪-৬৫
১০।	৬।৮২	২৭।	৯।৪৯৩
১১।	৬।১০৬	২৮।	৫।২৯
১২।	৯।৪৬৩-৬৪	২৯।	৯।৪৬৫
১৩।	৬।৪৪১	৩০।	৯।৪৬৫
১৪।	৯।৪৬৪	৩১।	৯।৪৬৬
১৫।	৫।৩৯-৪০	৩২।	৫।৪-৫
১৬।	৯।১৫৫	৩৩।	৮।২১৩
১৭।	৬।২৯২		

দ্বিতীয় অধ্যায়

১।	৯।৪৭২	২৫।	১।৩১
২।	৭।২০৭	২৬।	৬।৪১৩
৩।	৯।১৫০	২৭।	৫।৩৮৮
৪।	৬।৪৩৫	২৮।	৬।১৫৮
৫।	৭।৩২৫	২৯।	৭।৬০-৬১
৬।	৬।৪৩৫	৩০।	৭।৬১
৭।	৬।১০৬	৩১।	৮।২৪
৮।	৬।২৪০	৩২।	৮।২১৬-১৭
৯।	৬।১০৬	৩৩।	৭।৪
১০।	৯।১০৮	৩৪।	৯।৩৯৩
১১।	৭।৪	৩৫।	৯।৪৭২
১২।	৬।৪৪১	৩৬।	৬।৩৮৯
১৩।	৫।৮১	৩৭।	৬।৩৪২
১৪।	৭।৩২৬	৩৮।	৯।২৩৫-৩৬
১৫।	৬।৩৬৩	৩৯।	৭।৪-৫
১৬।	৫।৮১	৪০।	১০।২২১
১৭।	৫।৩৩৬-৩৭	৪১।	৫।৮১
১৮।	৭।৪৫	৪২।	৬।৩৬৫
১৯।	৯।২০০	৪৩।	৬।৩৮৯
২০।	৬।৪১১	৪৪।	৫।১৩৪
২১।	৫।৩৩৯	৪৫।	৫।১৩৩
২২।	৬।৩৬৫	৪৬।	৭।১৫৭
২৩।	৬।৩৮৯	৪৭।	৫।৩৮০
২৪।	৬।৩৪২		

তৃতীয় অধ্যায়

১।	৯।১৩৪	৬।	৯।১৩৩
২।	৭।৫৬	৭।	৫।৩৪০
৩।	৭।৩২৩-২৪	৮।	৭।৩২৬
৪।	৬।৪১৩	৯।	৯।৪৭৩
৫।	৭।১০	১০।	৯।৪৭২

১১। ৬।৩৯২
১২। ৬।১৫০
১৩। ৭।২০৯
১৪। ১।১৬০
১৫। ৯।৩৪
১৬। ৫।১০১, ১০৩, ১০৮-০৯
১৭। ৫।২৮২
১৮। ৫।৩৯
১৯। ৫।১১১
২০। ৯।৪৭৮
২১। ৬।৩৮৩-৮৪
২২। ৬।৩৬৪
২৩। ৬।৪৯৫
২৪। ৬।৩৬৪
২৫। ৫।৬৭
২৬। ৫।১৮৬
২৭। ৫।১৮৪
২৮। ৫।১১০
২৯। ৯।৪৫৩
৩০। ১।৭৩
৩১। History।১৩৪ (অনুবাদ)
৩২। ৬।৩৯২
৩৩। ৫।২৮৩-৮৫
৩৪। ৫।১৮২
৩৫। ৫।১০৪-০৫
৩৬। ৮।১০২-০৩
৩৭। ৫।১০৪
৩৮। ৭।৩৭১
৩৯। ৫।২০০
৪০। ৩।৪৫৮
৪১। ৩।৪৫৮
৪২। ৮।২৪
৪৩। ৭।৩২৬
৪৪। ৬।৪৩৫
৪৫। ৭।৩২৬-২৭
৪৬। ৬।৪৪১-৪২
৪৭। ১০।১৭৩
৪৮। ৯।৪৬৪
৪৯। ১০।১৭৩
৫০। ৭।৩২৮
৫১। ৬।৪৩১-৩২
৫২। ৯।১৩৪-৩৫
৫৩। ৯।৪০২
৫৪। ৯।১০৭
৫৫। ৯।৪২৬
৫৬। ৯।২০০
৫৭। ৯।২০০
৫৮। ৯।২০০
৫৯। ৯।৪৮১
৬০। ১০।২২১
৬১। ৯।৪৭৯
৬২। ৫।১৩৮
৬৩। ৯।২০৫
৬৪। ৫।১৪৯
৬৫। ৫।১৪৯
৬৬। ৯।৪২৬-২৭
৬৭। ৯।২০৩
৬৮। ৯।২০৫
৬৯। ৩।১৫৯-৬০
৭০। ৬।৩৯১
৭১। ৬।৩৯১
৭২। ৭।৯

৭৩। ৫।১৩৬
৭৪। ২।২২৯
৭৫। ৫।৭৯
৭৬। ৫।১৩৬
৭৭। ৫।১৩০
৭৮। ৫।১১৪
৭৯। ৫।৮৩
৮০। ৫।১৩৭
৮১। ৫।১১৫
৮২। ৭।৭৬
৮৩। ৯।৭৮
৮৪। ৫।১৯২
৮৫। ৫।১৮৮
৮৬। ৮।১০৩
৮৭। ৩।৩৩৫-৩৬
৮৮। ৩।৩৪৯-৫০
৮৯। ৩।৩৪২-৪৩
৯০। ৫।২১৩
৯১। ৭।৭
৯২। ৯।৪০১
৯৩। ৬।৩৯২
৯৪। ৯।৪৬৬-৬৭
৯৫। ৬।৩৯৬
৯৬। ৫।৪৬৪
৯৭। ৫।১৬৫-৬৬
৯৮। ৭।৮
৯৯। ৯।১৬৭
১০০। ৯।৩৩৫
১০১। ৬।৩৬৪-৬৫
১০২। ৭।৩২৪

চতুর্থ অধ্যায়

১। ১।১৮-১৯
২। ২।২৩০
৩। ২।১৩৫
৪। ৫।১৯৬
৫। ৬।৮১-৮২
৬। ৯।১০৯-১০
৭। ৫।১৯৪
৮। ৭।৫৮
৯। ৭।৭৭
১০। ৫।৩৮১
১১। ৮।২৩
১২। ৮,২৪
১৩। ৪।৯৯
১৪। ৫।১৯৯
১৫। ৫।১৯৯
১৬। ৫।১৩৯
১৭। ৯।২৩৭
১৮। ২।২৫৭
১৯। ২।২৪৩
২০। ৭।৩০
২১। ৭।১৬-১৭
২২। ৭।২৫১
২৩। ৫।১১৩-১৪
২৪। ৯।৩৯১
২৫। ৭।১০৯
২৬। ৬।৩৯৪
২৭। ৭।২৫১
২৮। ৭।৩২১

২৯। ৬।৩৬৭
৩০। ৭।৫৮
৩১। ৫।৩৫৪
৩২। ৬।৩৬৬
৩৩। ৬।৩৯৩
৩৪। ৬।৩৬৬-৬৭
৩৫। ৭।৩৫
৩৬। ৭।৪৯
৩৭। ৯।১৫৮-৫৯
৩৮। ৯।১৩৫
৩৯। ১।১৪৭
৪০। ৬।৫০৪
৪১। ১।১৬৫
৪২। ৫।১৩৯
৪৩। ২।২৮৫
৪৪। ৮।১৬৯
৪৫। ৭।৫৭-৫৮
৪৬। ৫।১১৬
৪৭। ৫।১১৭
৪৮। ৬।৪৩০
৪৯। ৮।২২১
৫০। ৭।২৮৭
৫১। ৭।১০৯
৫২। ৭।১২
৫৩। ৬।৩০২
৫৪। ৬।৫০৬
৫৫। ৯।৪২০
৫৬। ৯।৫৪

পঞ্চম অধ্যায়

১। ৫।৪৬২
২। ৮।২১৮
৩। ৫।৪৩১
৪। ৫।৪৬২
৫। ৫।৪৭
৬। ৫।১৯৭
৭। ৫।৪৭
৮। ৭।৯৩
৯। ৬।৪৩০
১০। ৮।৩৯
১১। ৬।২৩১
১২। ৬।২৪১
১৩। ৫।৩৮
১৪। ৭।২০৭
১৫। ৬।৩৯৮
১৬। ৭।৩০১-০২
১৭। ৬।৪১৮
১৮। ৬।৪১৯
১৯। ৬।৮২
২০। ৫।৪৭